ইউরোপে মুসলমান । একটি সংখ্যাতাত্বিক পর্যালোচনা

মোকাররম হোসেন, পিএইচডি গবেষক,জার্মানী। email. mokarram76@yahoo.com

ইউরোপে মুসলমানদের আগমনের ইতিহাস অনেক পুরোনো।সেই তারিক বিন জিয়াদের স্পেন বিজয়ের (৭১১-৭১২) পর শুরু হয় মুসলমানদের দীর্ঘ ৮শ বছরের গৌরবজ্জল শাসনকাল। নির্মিত হয় জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ এক অপ্রতিদ্বন্দি সভ্যতা যা ইতিহাসের অন্যতম উপাদান।স্পেনের সুদীর্ঘ শাসনকালে মুসলমানরা কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলনা, যেমন ছিলনা ভারত উপমহাদেশে।সেই স্বর্ণযুগের অবসান হয় ১৪৯২ সালে এক বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে। অনেকে মনে করেন,স্পেনের মুসলিম বিতাড়নের পাচশত বছরপুর্তি হয়ে গেলো বসনিয়ায় মুসলিম গনহত্যার উতসবের(১৯৯২)মধ্য দিয়ে।অভিবাসী হিসেবে ইউরোপে মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসা শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর।

ইউরোপে মুসলমানদের সংখ্যাতাত্বিক সঠিক হিসেব পাওয়া কঠিন,কারন খুব কমসংখ্যক ইউরোপীয় দেশই মুসলমানদের উপর এ জাতিয় হিসেব রাখে।বেলজিয়াম,ডেনমার্ক, ফ্রান্স,গ্রীস,ইতালী,স্পেনের আদমশূমারীতে ধর্মসংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের ছক রাখা হয়না।১৩ টি দেশে ইসলাম সরকারি ভাবে স্বীকৃত ধর্ম নয়, যদিও ইউরোপের ৩৭ টি দেশের মধ্যে অন্তত ১৬ টিতে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী।অনেক দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিসেবেও স্বীকৃত নয়।এ কারনে সংখ্যালঘু হিসেবে যেসব সুযোগ সুবিধা পাবার কথা তা থেকেও তারা বঞ্চিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা শীর্ষক ২০০৩ সালের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়, ইউরোপে ২৩ মিলিয়ন মুসলমানের বাস,যা কিনা মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ। অবশ্য এসব দেশের সরকারি হিসেবে বা পত্রপত্রিকায় এ হিসেব ১৩-১৮ মিলিয়নের মতো দেখানো হয়। তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিলে মুসলমানদের এ সংখ্যা ৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৫ শতাংশে দাঁড়াবে।
গত তিন দশকে মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে আর জন্মহারও ক্রমবর্ধমান। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলো থেকে প্রতিবছর প্রায় ৫ লাখ লোক রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হয়ে আসে ইউরোপে।আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার ভাষ্যমতে,এই সংখ্যার অধিকাংশ আসে আলজেরিয়া,মরক্ক,তুরস্ক ও সাবেক যুগোস্লাভিয়া থেকে। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকান (মেনা) দেশগুলোর রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে ইউরোপের শ্রমিক চাহিদার অনেকটাই মেটাচ্ছে ঐসব দেশ থেকে চলে আসা অভিবাসীরা।ধারনা করা হচ্ছে একদিকে আফ্রিকার ঐসব দেশের জনসংখ্যা,যা কিনা আগামি তিন দশকে দ্বিগুন হয়ে যাবে,অপরদিকে ইউরোপের ক্রমহ্রাসমান জনশক্তির জন্য দক্ষিন থেকে উত্তরে জনশক্তি ধাবমান হবে।
বর্তমানে ইউরোপে মুসলমানদের ৫০ শতাংশের জন্মই এসব দেশে।তারচেয়ে গুরুত্বপুর্ন হচ্ছে,ইউরোপে মুসলমানদের জন্মহার অন্যদের তুলনায় প্রায় তিনগুন। ফলে তরুন মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অমুসলিম দের থেকে বেশি।ফ্রান্সে ৫ মিলিয়ন মুসলমানদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের বয়স ২০ এর নিচে,যেখানে মোট জনশক্তির ২১ শতাংশের বয়স ২০ এর নিচে।একইভাবে জার্মানীর ৪ মিলিয়ন মুসলমানদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে,অথচ মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশের বযস ১৮ বছরের নিচে।যুক্তরাজ্যের ১.৬ মিলিয়ন মুসলমানদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের বয়স ১৫ এর নিচে আর মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশের বয়স ১৫ বছরের নিচে। ইউরোপের মোট মুসলমানদের মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ ধর্মান্তরিত মুসলিম হলেও,এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন ।আর এই ক্ষুদ্র সংখ্যাটি এখানে মুসলমানদের কন্ঠকে উচ্চকিত করতেও যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে।
বলা হচ্ছে,২০১৫ সালের মধ্যে ইউরোপে মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুন হতে পারে।অপরদিকে অমুসলিমদের সংখ্যা হ্রাস পাবে ৩.৫ শতাংশ।এভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সালের দিকে বর্তমানের ৫ শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী বেড়ে ২০ শতাংশে পৌছতে পারে।
আশংকা করা হচ্ছে,বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে ২০২৫ সালের মধ্যে ফ্রান্সের প্রতি ৪ জনে ১ জন হবে মুসলমান এবং ২০৫০ সালে ফ্রান্স সহ পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যা অমুসলিমদের ছাড়িয়ে যাবে।এই পরিসংখ্যান একনজরে দেখে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে,কিন্তু বাস্তব অবস্থা এর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ফ্রান্সে ১৬-২৫ বছর বয়স গ্রুপের মধ্যে ১৫ শতাংশই মুসলিম।বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ২৫ বছরের নিচে জনসংখ্যার ২৫ শতাংশই মুসলমান। উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের এই ব্যাপক বৃদ্ধির অন্যতম কারন ইউরোপীয় জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হ্রাস।সম্প্রতি বিবিসির এক সমীক্ষায় বলা হয়, ইউরোপের সকল দেশেরই জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। জনসংখ্যা স্থিতি রাখতে যেখানে প্রতি মহিলার নূন্যতম গড়ে ২.১ জন সন্তান জন্মদান দরকার, সেখানে ইউরোপে গড়ে তা ১.৫ জন। এক্ষেত্রে আয়ারল্যান্ড ১.৯৯ নিয়ে তালিকার শীর্ষে আর ১.২৯ নিয়ে গ্রীস সর্বনিম্নে অবস্থান করছে।

ইউরোপীয় মুসলমানদের একটি ব্যাপক প্রবনতা হল একসাথে পাশাপাশি বসবাস করা।উদাহরন হিসেবে বলা যেতে পারে লণ্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকা,বার্লিনের ক্রাইসবার্গ এলাকা,ফ্রান্সের বড় শহরগুলোর উপশহর গুলো উল্লেখযোগ্য।
বৃটেনের দুই পঞ্চমাংশ মুসলমান বাস করে বৃহত্তর লন্ডন এলাকাতে। ফ্রান্সের এক তৃতীয়াংশ মুসলমানদের বসবাস প্যারিসে,আর জার্মানীর এক তৃতীয়াংশ মুসলমান পুঞ্জিভুত হয়ে আছে রাউড় শিল্পাঞ্চলে। ইউরোপীয় শহরগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়,সুইডেনের মালমো শহরের ২০ শতাংশ অধিবাসী মুসলমান, প্যারিস,ব্রাসেলস আর বার্মিংহামের ১৫ শতাংশ অধিবাসী মুসলমান। লন্ডন,আর্মস্টারডাম,হেগ,অসলো,আর কোপেনহেগেনের জনসংখ্যার ১০ শতাংশই মুসলমান।
সাম্প্রতিক কালে মুসলিম জনগোষ্ঠী বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে পশ্চিম ইউরোপে। বার্লিন দেওয়াল তথা কমিউনিজমের পতনের পর উত্তর আমেরিকার চেয়ে পশ্চিম ইউরোপে মুসলিমদের সংখ্যা ছয়গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।৯০ দশকে অষ্ট্রিয়া,ডেনমার্ক,নরওয়ে,নেদারল্যান্ডস, সুইডেনে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান অভিবাসন ও রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহন এই সংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারন।
ইউরোপে মুসলমানদের মর্যাদার ধরনেও ব্যাপক পরিবর্তন আসছে।এখানে তারা আর নিছক অস্থায়ী অতিথি শ্রমিক হিসেবে নয়,বরং সংশ্লিষ্ট দেশসমুহের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই পরিগনিত হচ্ছেন।ব্যবসা বানিজ্যসহ অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে তাদের পদচারনা বাড়ছে।
অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্বেও মুসলমানদের ইউরোপীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার অনুপাত ক্রমবর্ধমান।ফ্রান্স ও বৃটেনের এক পঞ্চমাংশ মুসলিম এসব দেশের মূল নাগরিক। জার্মানীতে এ সংখ্যা ১৫-২০ শতাংশ।ইতালীর ১ মিলিয়ন মুসলমানদের মধ্যে ১০ শতাংশ ইতালীয়

নাগরিক। ১ মিলিয়ন মুসলমান বসবাস কারি দেশ স্পেনের অবস্থাও একই। স্ক্যানডিনেভিয়ান (ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে) দেশগুলোতে পাচ বছর অবস্থান করলে স্বাভাবিক ভাবেই নাগরিকত্ব লাভ করা যায়। আর এই নিয়মে নিকট ভবিষ্যতে মুসলমানদের নাগরিকত্বের এই হার ১৫-২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পাবে বলেই ধারনা।

ইউরোপে তরুন প্রজন্মের মুসলমানদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। তারা পূর্বপুরুষদের মত অতি সহজেই ইউরোপীয় ধর্মহীন সমাজে নিজেদের বিলীন করে দিচ্ছেনা। সমীক্ষায় দেখা যায়,নতুন প্রজন্ম আন্তরিকতার সাথে সাধ্যমত সংশ্লিষ্ট দেশের আইন কানুন,নিয়ম-নীতি মেনে চলছে। একই সাথে তারা তাদের সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিচয় ও স্বকীয়তা বজায় রাখছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে হিজাব নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত বিষয়টি এর প্রমান।লক্ষ্যনীয় দিক হচ্ছে,সামাজিক বৈষম্য তাদের চাকরী,শিক্ষা,বাসস্থান, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিছিয়ে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার অমুসলিমদের চেয়ে দ্বিগুন, ইমিগ্রান্ট মুসলমানদের মাঝে এ হার আরো বেশি। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতিও অনেক কম।মুসলিম মহিলারা কর্মক্ষেত্রে নেই বললেই চলে।

এখন পর্যন্ত ইউরোপের দেশসমূহে মুসলমানদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন সীমিত। তবে দিনদিন তা বাড়ছে।ফ্রান্সে যেখানে ৯২ শতাংশ নাগরিকই রেজিষ্টার ভোটার,সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ৩৭ শতাংশ।তেমনি ২০০৪ সালে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বৃটেনের মাত্র এক তৃতীয়াংশ মুসলমান ভোট দিতে আগ্রহী।অবশ্য ভোট বা রাজনীতিতে অংশগ্রহনে অনীহা দেখালেও তারা স্ব স্ব দেশের সংবিধান,আইন কানুন ও রীতিনীতি মেনে চলছে।মূলত তারা অরাজনৈতিক বিষয় যেমন পরিবার,নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস,পরবর্তী প্রজন্মের স্বকীয়তা ইত্যাদি নিয়েই বেশি মাথা ঘামাতে পছন্দ করেন। রাজনীতিতে অনীহা দেখালেও তাদের সংখ্যাতত্ব ভোটের রাজনীতিতে বড়ো ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দিচ্ছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তা রাজনীতিতে সীদ্ধান্তকারী বিষয় হয়েও দাঁড়াচ্ছে। ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক এর ইরাক যুদ্ধের বিরোধীতা মূলত মুসলিম ভোট বাগিয়ে নেবার একটা কৌশল মাত্র। ঠিক তেমনি তুর্কী মুসলমানদের ভোটের কথা চিন্তা করে সাবেক জার্মান চ্যান্সেলর শোয়েডার মার্কিন বিরোধী বক্তব্যে ছিলেন সোচ্চার।শুধু জার্মানী বা ফ্রান্সেই নয়,যুক্তরাজ্যেও এই মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০০২ সালের নির্বাচনে লেবার পার্টি অন্তত ৭ টি সীটে এমন সংখ্যক ভোটে জিতেছে যা ঐসব সীটের মোট মুসলিম ভোটার সংখ্যার কম।এমনকি পররাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যাক ষ্ট্র ব্লাকবার্ন আসনেও মুসলমানদের অনুপাত প্রায় ২০ শতাংশ। আর এ কারনেই হয়ত প্রচন্ড মার্কিনপন্থী নীতির পরও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইরাকের পূরাকীর্তির সংরক্ষনের জন্য যে বিল আনা হয়েছিলো,তা পাশ করতে জ্যাক ষ্ট্র নিরব সমর্থকের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ইউরোপে মুসলমানদের এই ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা হিসেবেই গন্য করা হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে (EU) তূরস্কের অন্তর্ভূক্তি নিয়ে গড়িমসি এর অন্যতম উদাহরন।যদিও বলা হয় ইউ মুলত অর্থনৈতিক ব্লক।কিন্তু খৃষ্টীয়তা এর একটি অঘোষিত নীতি।এমনকি তা ইউ এর সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করার চাপ আছে প্রবল।আগেই বলা হয়েছে তূরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভূক্ত হলে ইউরোপীয় মুসলমানদের হার প্রায় ১৫% দাঁড়াবে। আর এটাই নাকি তূরস্কের ইউতে অন্তর্ভূক্তির অন্যতম বাধা।এ ব্যাপারে ইউ সাবেক কর্মকর্তা ফিজার ক্যামেরুনের ভাষায়, "মুসলমানরা বর্তমানে ইউ এর পররাষ্ট্র নীতিতে কোন প্রভাব না রাখলেও ভবিষ্যতে রাখবে"।

ইসলাম ইউরোপকে শুধু প্রভাবিত করবে,নাকি ইসলামও ইউরোপীয় রূপ ধারন করবে তা ইউরোপীয় পন্ডিতদের মাঝে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। বলা হচ্ছে ইসলামে যা আছে তার অধিকাংশই আরব সংস্কৃতি,সুতরাং যা আরব থেকে এসেছে তা বাদ দিয়ে ইউরোপের মুসলমানরা মূল ইসলামের সাথে ইউরোপীয় আবেশ ঢুকিয়ে একটা নতুন মুসলিম সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারে যাকে বলা হচ্ছে 'ইউরো ইসলাম'।

মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ইউরোপে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে চলছে ব্যাপক কল্পনা জল্পনা। পশ্চিম ইউরোপের চরম ডানপন্থী দলগুলো মুসলিম জুজুর ভয় দেখিয়ে নতুন ভাবে শক্তি অর্জন করছে।এক্ষেত্রে বেলজিয়ামের ফ্লেমিস ব্লক,বৃটেনের ন্যাশনাল পার্টি,ডেনমার্কের পিপলস পার্টি,ফ্রান্সের ন্যাশনাল ফ্রন্ট,ইতালীর নর্দান লীগ এবং সুইজারল্যান্ডের পিপলস পার্টি উল্লেখযোগ্য। এমনকি এসব দেশের মূল রাজনৈতিক দলগুলো চরম ডানপন্থীদের প্রভাবে মুসলিম বিদ্বেষী হয়ে উঠছে। ফ্রান্সে সম্প্রতি হিজাব নিষিদ্ধকরন, নেদারল্যান্ডস থেকে ২৬ হাজার অভিবাসীদের বহিস্কার তারই প্রমান।
মুসলিম যুবকদের মাঝে ইউরোপীয়দের তুলনায় বেকারত্বের হার বেশী।তবে ইদানীং কালে শ্রমিকশ্রেণী মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে তা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্যান্য সম্মানজনক পেশায় প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। অনেকে জার্মানী,ফ্রান্স ও বৃটেনে মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার হার কম দেখে এ বিষয়ে সরাসরি ইসলাম বা মুসলমানিত্বকেই দায়ী করেন।প্রকৃত বিষয়টি হল,দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যাপক হারে যেসব মুসলমান এসেছিলেন,তারা মুলত ছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর।ফলত বংশানুক্রমিক ধারার কারনেই তাদের পরবর্তি দুই এক প্রজন্ম উচ্চশিক্ষার প্রতি ততটা আগ্রহী ছিলনা। দিন দিন অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

পশ্চিম ইউরোপে ক্রমবর্ধমান মানবসম্পদ সমস্যা সমাধানের জন্য নব্বই এর দশকে দৃষ্টি দেওয়া হয় পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ব্লকের দিকে।খুলে দেওয়া হয় দরজা।ছাত্রদের আকৃষ্ট করার জন্য দেওয়া হয় নানান সুযোগ সুবিধা।কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ইউরোপের ধনী দেশ গুলোতে পূর্ব থেকে আসা নতুন অভিবাসীদের দ্বারা ব্যাপক সংঘবদ্ধ অপরাধ সংঘটিত হতে থাকে। পশ্চিম ইউরোপ বাধ্য হয় পূর্বমূখী শ্রমিক চাহিদা পরিবর্তন করে মুসলিমবিশ্ব সহ অন্যান্য দেশের দিকে তাকাতে। আগে বলা হয়েছে ইউরোপের ধনিক দেশগুলোর কর্মক্ষম জনশক্তি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।বাড়ছে বয়স্ক ও পেনশন ভুগীদের সংখ্যা।এ শূণ্যতা দূর করার উপায় তৃতীয় বিশ্ব থেকে জনশক্তি নেওয়া। মুসলিমবিশ্ব থেকে জনশক্তি না নিয়ে এটা প্রায় অসম্ভব বলেই বিজ্ঞজনের ধারনা।
কিন্তু মুসলিম দেশ গুলো থেকে অভিবাসী নেবার ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বর্তমানে বেশ সতর্ক।সম্প্রতি ইউরোপীয় দেশগুলো ক্রমবর্ধমান আইটি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পুরনে গ্রীন কার্ডসহ নানাবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে।সুযোগ প্রাপ্তদের সিংহ ভাগই মুসলিম দেশসমূহ থেকে আগত হওয়ায় কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ এই প্রক্রিয়া স্থগিত রেখেছে।

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে পূর্বের কমিউনিষ্ট দেশগুলোর অন্তর্ভূক্তি মুসলমানদের জন্য কিছু টা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।এসব কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও কম,স্থানীয় জনগন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর চেয়ে কম সহনশীল, মুসলিম কালচারের সাথে কম পরিচিত। সব মিলিয়ে বৃহত ইউরোপে মুসলমানদের জন্য কিছু সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

ছক-ইউরোপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশে মুসলমানদের অবস্থান

দেশ	মোট জনসংখ্যা	মুসলিম জনগোষ্ঠী	মূল দেশসমূহ
ফ্রান্স	৬২.৩ মিলিয়ন	৮-৯.৬%	আলজেরিয়া,মরক্কো,তিউনিসিয়া
নেদারল্যান্ডস	১৬.৩ মিলিয়ন	৫.৮%	সুরিনাম,ইন্দোনেশিয়া,তুরষ্ক, মরক্কো
সুইজারল্যান্ড	৭.৪ মিলিয়ন	৪.২%	তুরস্ক,যুগোস্লাভিয়া,আলবেনিয়া
অষ্ট্রিয়া	৮.২ মিলিয়ন	৪.১%	তুরস্ক,বলকান
জার্মানী	৮২.৫ মিলিয়ন	৪%	তুরস্ক,বসনিয়া,কসোভো
সুইডেন	৯ মিলিয়ন	৩%	তুরস্ক।বসনিয়া,ইরাক,ইরান,লেবানন,সিরিয়া
বেলজিয়াম	১০.৩ মিলিয়ন	৪%	মরক্কো,তুরস্ক,আলবেনিয়া
যুক্তরাজ্য	৫৮.৮ মিলিয়ন	২.৮%	পূর্ব আফ্র-এশিয়ান,দক্ষিন এশিয়া,তুরস্ক,ইরান,ইরাক,আফগানিস্তান,সোমালিয়া,বলকান
ডেনমার্ক	৫.৪ মিলিয়ন	৫%	তুরস্ক,পাকিস্তান,মরক্কো,যুগোস্লাভিয়া,ইরান,ইরাক,সোমালিয়া,বসনিয়া
ইতালি	৫৮.৪ মিলিয়ন	১.৫%	মরক্কো,উত্তর আফ্রিকা,দক্ষিন এশিয়া,আলবেনিয়া,মধ্যপ্রাচ্য
স্পেন	৪৩.১ মিলিয়ন	৩%	মরক্কো
আলবেনিয়া	৩.১ মিলিয়ন	৭০%	
বসনিয়া-হার্জেগোভিনা	৩.৮ মিলিয়ন	৪০%	
ম্যাসেডোনিয়া	২.১ মিলিয়ন	৩০%	
সার্বিয়া এন্ড মন্টেনেগ্র(কসোভো সহ)	১০.৮ মিলিয়ন	৯০%	

ছক- ইউরোপে মুসলমানদের সংখ্যা (সামগ্রিক)

দেশসমূহ	মুসলমানদের সংখ্যা ১৯৮২	২০০৩	মোট জনসংখ্যার শতকরা হার ১৯৮২	২০০৩
ইউ-১৫	৬.৮ মিলিয়ন	১৫.২ মিলিয়ন	১.৯	৪.০
নতুন ইউ সদস্য	২০৮,০০০	২৯০,০০০	০.৪	০.৪
ইউ-১৫ এবং নতুন ইউ সদস্য	৭.০ মিলিয়ন	১৫.৫ মিলিয়ন	১.৬	৩.৪
অন্যান্য ইউরোপীয়ান দেশ(তুর্কী সহ)	৫৬.০ মিলিয়ন	৭৪.৮ মিলিয়ন	৫০.০	৫৬.০
অন্যান্য ইউরোপীয়ান দেশ(তুর্কী বাদে)	৮.৮ মিলিয়ন	৭.৭ মিলিয়ন	১৪.০	১০.০
সকল ইউরোপীয়ান দেশ(তুর্কী সহ)	৬২.৯ মিলিয়ন	৯০.৩ মিলিয়ন	১১.৬	১৫.০
সকল ইউরোপীয়ান দেশ(তুর্কী বাদে)	১৫.৬ মিলিয়ন	২৩.২ মিলিয়ন	৩.২	৪.৫

উতস
বিবিসি,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা শীর্ষক বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৩